সংবাদ

তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...২...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

লালমনিরহাট ও ফরিদপুরে সাত পরীক্ষার্থীর কারাদণ্ড

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ফরিদপুরে অনার্স ২য় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৪ ভুয়া পরীক্ষার্থীকে ১ বছর করে কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত শনিবার পরীক্ষা চলাকালে সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে তাদের আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মতিউর রহমান খান এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেদী হাসান মারুফ, আবু বক্কর সিদ্দিকী, নাইম আহমেদ, ইমুবিন তসলিম। এরা সবাই ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থী। সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রবেশপত্রে ছবি পরিবর্তন করে তারা তাদের বন্ধু ও স্বজনদের সহযোগিতা করতেই পরীক্ষা দিতে আসে। সারাদা সুন্দরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হাসিনা বানু জানান, পরীক্ষার হলে সন্দেহ হওয়ায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তারা স্বীকার করে যে তারা প্রবেশ পত্রে ছবি পরিবর্তন করে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিল।

জেলা বার্তা পরিবেশক, লালমনিরহাট

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে গত শনিবার দুপুরে লালমনিরহাটের মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের অপরাধে দুই পরীক্ষার্থী এবং বদলি পরীক্ষা দিতে আসা অপর একজনকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, শনিবার সারাদেশে একযোগে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষায় লালমনিরহাট সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান মোবাইলে ডিজিটাল ডিভাইস সংযোগ করে পরীক্ষা দিচ্ছিল। এ সময় কক্ষ প্রধান প্রভাষক মিরাজ হায়দারের সন্দেহ হলে তাকে তল্লাশি করে এবং তার শরীর থেকে বিশেষভাবে বাঁধানো মোবাইল ও ডিভাইসটি উদ্ধার করে। এ সময় মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে উত্তর লেখার সময় প্রদীপ কুমার নামের অপর এক পরীক্ষার্থীকে আটক করে। অন্যদিকে আবু সুফিয়ান নামের এক পরীক্ষার্থীর বদলি পরীক্ষা দিতে আসা আব্দুল ওহাব নামের অপর একজনকেও আটক করা হয়। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ হাসান তাদের প্রত্যেককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।